পালাবদল

অমিয় চক্রবর্তী

সংলাপ
(১৯৫৫)

“সরু সামাজিক পথে চ’লে
একটু-আধটু কঁচা জায়গা তবুও মনের মধ্যে রাখা :
আগাছায় ছায়া-দেয়া আদিমতা ।
শোনো, বন্ধু, অলিগলি আঁকাবাঁকা তাতে ঘুরি।
চমক পাথরে মোড় উজল মনন সভ্যতায়
অতিথি, তবুও ফিরে গিয়ে
ব’সে থাকি ভাঙা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে
গঙ্গার ওপারে, দেখি, কিছু নয়, মাছটা, পাখিটা,
কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভিড় করে,
হাঁ ক’রে তখুনি মানে জাদুবিদ্যে, ভেঁপু কেনে।
দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি
তারি যে নিতান্ত সার্থী, ছেঁড় চটি প’রে চলে যাই
আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির ।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত সে পুরোনো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দী পাঠ, একতারা বাজা
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের, ছোঁয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমধ্যানে,
শিব-পার্বতীর কথা, শৈল স্নিগ্ধ নীল হিমাচল
হাওয়ায় পুজোর ঠাণ্ডা আনে কলকাতায়,
বাংলা ঘরে-ঘরে ;
এ সব বলবারই নয়, হয়তো, কী জানি
প্রামাণ্যই নয়, তবু এতেও সূক্ষ্ম ধন
নরহরি বার্তা আছে তোমাদেরও ।
আশ্বিনে সানাই বাজে শোনো দূর শ্রুতি।
আজ আমার বুক ভরা, সবাইকে শ্রদ্ধা ক’রে বলি
সুন্দর স্বাগত দিলে, দেখো ছুটি অর্জেছি
দুই তীরে,
আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
যদি ফোটে মেঠো ফুল, তাই নাও সেই মাটি থেকে
যাত্রী-অর্ঘ্য নব বৎসরের ॥”

এম্পান্যোল্

বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়
দূর সমুদ্রের পথ চিনে
কেন এ ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে ;
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল সুরে মাতা’
রোদ্দুরে বিদ্যুতে গাঁথা
বাজাও স্পন্দিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে ।
হালকা খুশির ভান
অশ্রুতে করে আনচান
মেদ্রিদের অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
ভিড়ে ছুঁলো সে লাবণী অনির্দেশ মেঘের ভাসান ।
এই গানে অলিভের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভ’রে তোলে,
আঙুলে মুদ্রার ভাষা, পায়ের নাচের তাল খোলে
এ-গানের যা-ই নাম দাও
এই গান
এই প্রেম, এই প্রাণ
কভু বাস্ক্, ক্যাটালনিয়ান্
পাহাড়ের নীল-কাটা আভা দৃষ্টি তাও
চেনা চেয়ে বেশি,
শুধু নয় মন্ত্র অন্যদেশী–
এর টুইটাং ঘণ্টা শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চঞ্চল চলন্ত কত জীবনীর ছায়া ছেয়ে
দাঁড়য় মিনার তলে, পান্থশালা রঙিন বাজারে
প্রাচীন ইস্পানি খচা ভারি দরজা তারি ধারে ;
আজ আনে দু-দিনের রক্তে কোন আঁকাবাঁকা
যুগান্ত পৌঁছনো প্রাণ, বিস্মরণী ছাঁকনিতে ছাঁকা ।
হয়তো পেরিয়ে পিরেনিসে
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে
কাসাল্স্ চেলোয় তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
নতুন প্রাণনী লাগা
শৈলাভ গ্রামের বুকে এ-গান নিলেন ৷।

সমাবর্ত

নিরবধি কালের সকাল । নীল ইস্পাতী রেলে জ্ব’লে ওঠে
কালো দ্যুতি, দুটো-পঁচিশের ট্রেন এলো ব’লে, প্রশ্নচক্ষু স্থির
সিগ্নলের— হঠাৎ সবুজ দৃষ্টি— ঝোড়ে এক্সপ্রেস ছোটে
সময়ের অন্য দূরে দূরে ; থেমে যায় আন্দোলিত ভিড়
কম্পিত পরিধি প্রান্তে ; পাশে অসংলগ্ন জলে গম্ভীর বকের
এক-পা বাড়নো ধ্যান : মনে একটি মাছ ; উঁচু টেলিগ্রাফ তারে
কোটি বার্তা চলে তা কে জানে, তাতে ব’সে দোলায় সখের
পুচ্ছ বুনো পাখি, ভিন্ন লোকে ; মাঠে লাল ট্র্যাক্টর অন্যধারে।
মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি–বাংলা ভাষায় গাঁথা–চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয়৷।

এই বৃষ্টি

চিন্তার সমস্ত রং ধুয়ে গেছে শাদা হ'য়ে
মনের প্রহরী ভিজছে ছাতি হাতে নিঃকুম প্রহরে,
কুপকূপ বৃষ্টির গলিতে
বাসনার আলোগুলো বিমিয়ে ঝাপসা জলে পাশে ।
হে বিরতি
ঘন রাত্রে কোনখানে এক স্তব্ধ চেয়ে আছে :
মেঘে-মেঘে ভয়ংকর আসন্নতা,
বোবা বুক চিরে ঝলে বর্ষার বিজলি শঙ্কাহারা,
শুধু মেনে নেওয়া বেলা, প্রবাসে যেমন ৷।
বসন্তের মাঝামাঝি এই বর্ষাকাল,
প্রস্তুত ছিলো না, তবু এলো যেই, ব্যস্ত মন
রাজি হ'লো ঘোরাফেরা চেনার কল্পনা ফুল ভুলে,
ফেলে গিয়ে ঘরে-ফেরা সুদূর কাহিনী,
শুধু ভিজতে, খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন অবকাশে ।
মাটির প্রতীক্ষা আর ঘাসের শ্যামতা সঞ্চারিত
নির্মান নতুন পাওয়া
অস্ফুট স্বদেশী ছাপ রেলিঙের ধারে৷।

বে-স্টেট রোডে

ঠিক তাই ; ধারে-আসা। একটি কথার প্রতি ধাপে
শব্দ যেই স্তব্ধ হ'য়ে ভাবনা আভার নীলে ঠেকে
সেখানে সিঁড়িতে বসা, পাশে দেখা পশ্চিমী পাতার
লাল তামা আসন্নত নবেম্বরে, রঙা অশ্রুভার
অন্যতার প্রান্ত-নিঃশ্বসিত ; ট্রাফিকের ভিড় থেকে
কেম্ব্রিজের ব্রিজে শোনা সমস্ত নগর দূরে কাঁপে
একটি গুঞ্জন জনতার ; বারে-বারে শীর্ষে থামা,
ঊর্ধ্বে জ্বলে বৌদ্ধতারা, বহুরাত্রিপারে দৃষ্টিনাম ॥
ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী রেকর্ডের শুভ্রাত ভজন
মুহূর্তের কণ্ঠে আনে দ্বাদশ দেউল জাগা তীর,
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অকল্প চাওয়ার বুকে স্থির ;
কত দিন হ'য়ে গেলো খুঁজেছি সে পথের লগন ।
নীল আঁকা চীনে হাঁস ফুলপাত্রে উড়েছে মিং যুগে
ডেস্কে তারি কাছে আসা ; শূন্য শান্ত ; বেঁচেছি দৈবাৎ
—ককটেল আতিথ্যে কারো ধূম্রতা বিলাসী কক্ষে ভুগে—
কার্পেটে তুরানী নক্সা, নিয়ে তারি ঐন্দ্রিক দৃক্‌পাত ৷।
চিত্র-আসি, তীর্থ-আসি : শিরায় মনের দুঃখে ঝড়ে
জমা-মেঘ-সন্তর্পিত ব্যবধান চূর্ণ-করা দিনে
পাতঞ্জলি সূত্র পড়ি, কোচে শুয়ে ভাবি, বই খোলা
প্রাঞ্জল আয়ুকে কেন প্রত্যহ ধুলোর ধর্মে ভ'রে
অব্যবহিত-হারা আবিস্মিত ইট গেঁথে তোলা ।
আখ্‌রোটের কাঠে-খোদা কাশ্মীর ভূস্বর্গ স্বপ্ন চিনে
চুমকি-বসানো হ্রদ— মনে আছে ? –ধরি বুকে তাই ;
স্বামীজি অখিলানন্দ তাঁর কাছে মধ্যে-মধ্যে যাই ৷।

চার্লস নদীর ধারে

স্মরণাতীতের রৌদ্রভূমি
সেখানে এনেছো তুমি,
স্পষ্ট লেখা
নিবিড় ঘাসের গূঢ় রেখা
কচি নাচে
অঙ্গের আসঙ্গে ডুবে আছে
শ্যামতির মাঠে ;
মেঘোর্ত্তীর্ণ শূন্যের ললাটে
এক জোড় পানকৌড়ি তীর বেগে দূরে যায়
মধ্যাহ্নে বার্নিশ করা আকাশের গায়,
মনোপারে তীর পায় ;
কানের অচেনা পটে ভাষার বুনুনি
ঝুমঝুমি আদি কথা শুনি
মানে যার অশব্দ কাকলি,–
যেটুকুতে কাজ চলে শুনি আর বলি।
যে-কোনো দু-জনে গল্পে চলে রাস্তা দিয়ে
ছলছল বুকে যায় আত্মীয় বুলিয়ে,–
ভাবি ডেকে প্রশ্ন করি অন্য কোন দিনের কুশল
কত কাল ভুলে যাওয়া জন্মফল ;
পাড়র প্রত্যেক বাড়ি বিস্ময় আঙুল তুলে বলে :
অন্য সংসারের চিমনি তলে
কোন এ শীতের লগ্নে উৎসবের বেলা এলো ফের,–
ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী প্রশ্নের ॥

মিল

মিশোতে কি পারবে ঠিক ক'রে
মৃত্যুকেই এ মুক্তি-জীবনে
রোজ-রোজ ;
যেমন নীলের ধূলি পৃথিবী মাটিতে গাঁথা অবলীন
প্রাণবায়ু প্রাণভূমি প্রাণশূন্য।
কান্নাবিন্দু অলক্ষ্য মুক্তোয় ঝরা
এই যে আলোয় মিশ্র আপনি বাংলার আশীর্বাণী
আনে দূরে ঘোর-দেয়া এপারের ঘরে নিত্য সুধা,
সে কি এই শেষ দৃষ্টিভরা।
মনে হয় ফিরে-পাওয়া মৃন্ময়ী বাসায়
গোলক চাপার তলে ব'সে আছি,
খোয়াই-পেরোনো স্থির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি
শান্তিনিকেতনে,
অথচ সবই সে কোন পূর্বজীবনের সন্ধিমাখা,
বিদেশের ক্ষণোজ্জল সায়াহ্নে এখানে শুধু বাঁশি
যা-কিছু প্রত্যক্ষ তারি জরি
সূর্যসুতোর জালে আয়ুময় আন্দোলিত
মুহূর্ত মন্দিরে ঝলমল,
পর্দা সেও : তুলে তাকে
একেবারে দেখবো কি ডুবে-যাওয়া পান্থজীবনের
অবিচল ধারণায়—
প্রবাসে সর্বস্বহারা দিনে উদ্ভাসিত ;
পারবে কি, চৈতন্যময় মন,
পারবে কি ক্ষুধায় কাঁদা বুক ৷।

এপারে

দেখলাম দু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বর মহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজিলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়নো নহবৎ ।
ইন্দ্রিয়ের চুর্ণ সুরে
জেগেছে সংসার প্রান্তে আদিম গায়িত্রীমন্ত্রময়
ভুভূবঃ স্বঃ।
হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্রাণ
হঠাৎ মুক্তি সে পেল।
(কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,
সে তর্কে নামবো না। আজ ।)
মহাশয়, পার্থিবের দেশে
স্বীকার্য, অনেক হ'লো : সভ্যতা যতই পাপ কাজে
যুদ্ধে হানে জ্যোতিবুদ্ধি, রক্তবহ যন্ত্রণ সমাজে
গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে বার-বার অলক্ষ্য রঙ্গিত
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলো মুহূর্তে অক্ষয় লোকালয়
কোটি মৃত্যু কান্না ছোয়া সমুদ্রের নীল নিরুদ্দেশে ।
শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বুঝি
আয়ুকাব্য মহাময়
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের এই পরিচয়
গ্রন্থিবাধা তারি মধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
আজো কোন খুজি বাসা,
এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন
এ যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হ'য়ে আসে। ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা,
মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে
সৌর ধুলো তৈরি দেহ রাখি যবে, ঘরে-ফেরা বাঁশি–
বহু পথ এসেছি তো বস্টনে বাঙালি দূরবাসী ৷